মানব প্রকৃতির তত্ত্বে জন লক

জন লক, 17 শতকের একজন ইংরেজ দার্শনিক, রাজনৈতিক দর্শন, জ্ঞানতত্ত্ব এবং মানব প্রকৃতির তত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। মানব প্রকৃতি সম্পর্কে লকের দৃষ্টিভঙ্গি প্রাথমিকভাবে তার রচনা "মানব বোঝার বিষয়ে একটি প্রবন্ধ" এবং "সরকারের দুটি চুক্তি"-তে বর্ণিত হয়েছে। এখানে মানব প্রকৃতির লকের তত্ত্বের কিছু মূল দিক রয়েছে:

1. ট্যাবুলার রস (খালি স্লেট): সম্ভবত লকের সবচেয়ে বিখ্যাত ধারণাগুলির মধ্যে একটি হল ট্যাবুলার রসের ধারণা, বা "ব্ল্যাঙ্ক স্লেট।" তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে জন্মের সময়, মানুষের মন জন্মগত ধারণা বা পূর্ব-বিদ্যমান জ্ঞান ছাড়াই একটি ফাঁকা স্লেট। পরিবর্তে, জ্ঞান অভিজ্ঞতা এবং সংবেদনশীল উপলব্ধির মাধ্যমে অর্জিত হয়। এই ধারণাটি রেনে দেকার্তের মত চিন্তাবিদদের দ্বারা প্রস্তাবিত সহজাত ধারণার প্রচলিত বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করেছিল।

2. অভিজ্ঞতাবাদ: লক একজন কট্টর অভিজ্ঞতাবাদী ছিলেন, মানুষের বোঝার গঠনে অভিজ্ঞতার ভূমিকার উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সমস্ত ধারণা এবং জ্ঞান সংবেদনশীল অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত হয় এবং ব্যক্তিরা বাহ্যিক বিশ্বের সাথে তাদের মিথস্ক্রিয়া থেকে শিখে।

3. প্রাকৃতিক অধিকার: লক তার "সরকারের দুটি চুক্তিতে" প্রাকৃতিক অধিকারের ধারণাটি তুলে ধরেন। তিনি দাবি করেন যে ব্যক্তিদের অন্তর্নিহিত অধিকার রয়েছে, যেমন জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তি। লকের মতে, এই অধিকারগুলি সরকার দ্বারা মঞ্জুর করা হয় না তবে মানব প্রকৃতির অন্তর্নিহিত। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে সরকারের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল এই প্রাকৃতিক অধিকারগুলি রক্ষা করা এবং যদি একটি সরকার তা করতে ব্যর্থ হয় তবে জনগণের বিদ্রোহ করার অধিকার রয়েছে।

4. প্রকৃতির অবস্থা: লক রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠার আগে অনুমানমূলক অবস্থার অন্বেষণ করতে প্রকৃতির অবস্থা সম্পর্কে তাত্ত্বিক করেছিলেন। টমাস হবসের বিপরীতে, যিনি প্রকৃতির অবস্থাকে বিশৃঙ্খল এবং নৃশংস হিসাবে চিত্রিত করেছিলেন, লক বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের প্রাকৃতিক অধিকার এবং যুক্তি করার ক্ষমতা থাকবে। যাইহোক, তিনি সংঘাতের সম্ভাবনাকে স্বীকার করেছেন, শান্তি সুরক্ষিত করতে এবং ব্যক্তি অধিকার রক্ষার জন্য রাজনৈতিক সমাজ গঠনের প্ররোচনা দিয়েছেন।

5. সম্মতি দ্বারা সরকার: লকের রাজনৈতিক দর্শন সম্মতি দ্বারা সরকারের ধারণার উপর ভিত্তি করে। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে বৈধ সরকারগুলি শাসিতদের সম্মতি থেকে তাদের কর্তৃত্ব অর্জন করে। যদি একটি সরকার প্রাকৃতিক অধিকার রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় বা সামাজিক চুক্তি লঙ্ঘন করে, তবে ব্যক্তিদের সেই সরকারকে প্রতিরোধ করার এবং এমনকি ক্ষমতাচ্যুত করার অধিকার রয়েছে।

লকের তত্ত্বগুলি পরবর্তী দার্শনিকদের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল এবং আলোকিত চিন্তাধারা এবং আধুনিক রাজনৈতিক তত্ত্ব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ব্যক্তি অধিকার, সামাজিক চুক্তি এবং যুক্তির গুরুত্বের উপর তার জোর উদার গণতান্ত্রিক আদর্শের বিকাশে একটি স্থায়ী উত্তরাধিকার রেখে গেছে।

প্রকৃতির অবস্থা সম্পর্কে জন লকের ধারণা

প্রকৃতির রাষ্ট্র সম্পর্কে জন লকের ধারণাটি তার রাজনৈতিক দর্শনের একটি কেন্দ্রীয় উপাদান, বিশেষ করে তার "সেকেন্ড ট্রিটিজ অফ গভর্নমেন্ট"-এ বর্ণিত। প্রকৃতির অবস্থা হল একটি কাল্পনিক এবং প্রাক-রাজনৈতিক অবস্থা যেখানে নাগরিক সমাজ এবং সরকার প্রতিষ্ঠার আগে ব্যক্তিরা বিদ্যমান। রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উৎপত্তি, সামাজিক চুক্তি এবং বৈধ সরকারের ভিত্তি অন্বেষণ করার জন্য লক প্রকৃতির অবস্থাকে একটি চিন্তা পরীক্ষা হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। প্রকৃতির অবস্থা সম্পর্কে লকের ধারণার মূল দিকগুলি এখানে রয়েছে:

1. প্রাকৃতিক অধিকার: প্রকৃতির রাজ্যে, লকের মতে, ব্যক্তিদের প্রাকৃতিক অধিকার রয়েছে - প্রাথমিকভাবে জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির অধিকার। এই অধিকারগুলি কোন সরকার বা কর্তৃপক্ষ দ্বারা মঞ্জুর করা হয় না কিন্তু তাদের অস্তিত্বের গুণে মানুষের অন্তর্নিহিত।

2. সমতা: লক যুক্তি দিয়েছিলেন যে প্রকৃতির রাজ্যে, ব্যক্তিরা তাদের প্রাকৃতিক অধিকারের ক্ষেত্রে সমান। কারো সম্মতি ছাড়া অন্যের ওপর শাসন করার স্বাভাবিক অধিকার নেই। এই সমতা এই ধারণার উপর ভিত্তি করে যে সমস্ত ব্যক্তি একটি সাধারণ স্রষ্টার দ্বারা সৃষ্ট এবং তাই তাদের প্রাকৃতিক অধিকারে মৌলিকভাবে সমান।

3. কারণ এবং নৈতিকতা: যদিও প্রকৃতির অবস্থা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছাড়া একটি শর্ত, লক বিশ্বাস করতেন যে এটি একটি বিশৃঙ্খল বা আইনহীন রাষ্ট্র নয়। তিনি মনে করেন যে প্রকৃতির রাজ্যে থাকা ব্যক্তিরা প্রাকৃতিক আইন বুঝতে এবং অনুসরণ করতে সক্ষম যুক্তিবাদী প্রাণী - যুক্তি থেকে উদ্ভূত একটি নৈতিক কোড। এই প্রাকৃতিক আইন ব্যক্তিদের অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং যারা এই অধিকার লঙ্ঘন করে তাদের শাস্তি দেয়।

4. সম্পত্তি সংরক্ষণ: লক প্রকৃতির রাজ্যে একটি প্রাকৃতিক অধিকার হিসাবে সম্পত্তির উপর একটি উল্লেখযোগ্য জোর দিয়েছেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে ব্যক্তিদের তাদের শ্রমের মাধ্যমে সম্পত্তি অর্জন এবং অধিকার করার অধিকার রয়েছে। প্রকৃতির অবস্থা কেবল প্রাকৃতিক সমতার শর্তই নয় বরং এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে ব্যক্তিদের তাদের শ্রমের ফল ভোগ করার অধিকার রয়েছে।

5. দ্বন্দ্ব এবং সামাজিক চুক্তি: যদিও লক বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃতির অবস্থা প্রাকৃতিক আইন এবং যুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তিনি সম্পত্তি নিয়ে দ্বন্দ্বের সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। প্রকৃতির রাজ্যের অসুবিধা এবং সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলা এড়াতে, ব্যক্তিরা নাগরিক সমাজ গঠন এবং সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সামাজিক চুক্তিতে প্রবেশ করে। লকের মতে, সরকারের উদ্দেশ্য হল প্রাকৃতিক অধিকার রক্ষা করা এবং আরও সুশৃঙ্খল এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে বিরোধগুলি সমাধান করা।

সামগ্রিকভাবে, প্রকৃতির অবস্থা সম্পর্কে লকের ধারণা রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উত্স, সামাজিক চুক্তি এবং ব্যক্তি অধিকার রক্ষায় সরকারের যথাযথ ভূমিকার বিষয়ে তার

যুক্তিগুলির জন্য একটি তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। এটি আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশ এবং গণতান্ত্রিক নীতি গঠনে প্রভাবশালী হয়েছে।

ধর্ম এবং নীতিশাস্ত্রের ভূমিকা সম্পর্কে জন লক

জন লক তার বেশ কয়েকটি রচনায় ধর্ম এবং নীতিশাস্ত্রের ভূমিকা সম্বোধন করেছেন, বিশেষত তার "লেটার কনসার্নিং টলারেশন" এবং "টু ট্রিটিজ অফ গভর্নমেন্ট"-এ। এখানে ধর্ম এবং নীতিশাস্ত্রের ভূমিকা সম্পর্কে লকের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত কিছু মূল বিষয় রয়েছে:

1. ধর্মীয় সহনশীলতা: লক তার "সহনশীলতা সম্পর্কিত চিঠিতে" ধর্মীয় সহনশীলতার গুরুত্বের পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ধর্মীয় বিশ্বাস এবং অনুশীলনগুলি ব্যক্তিগত বিবেকের বিষয় এবং রাষ্ট্র দ্বারা জোর করা উচিত নয়। লকের ধর্মীয় সহনশীলতার প্রতিরক্ষার ভিত্তি ছিল রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সীমা এবং বৈচিত্র্যময় সমাজে ধর্মীয় বহুত্ববাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তার বোঝার ভিত্তিতে।

2. চার্চ এবং রাষ্ট্রের বিচ্ছেদ: লক চার্চ এবং রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের পক্ষে ছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে বেসামরিক সরকারের কর্তৃত্ব নাগরিক উদ্বেগের বিষয়গুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ, যেমন প্রাকৃতিক অধিকার রক্ষা এবং জনশৃঙ্খলা বজায় রাখা। লকের মতে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে আলাদা করা উচিত যাতে ধর্মীয় জবরদস্তি এড়ানো যায় এবং সমাজের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাসের বৈচিত্র্যের অনুমতি দেওয়া যায়।

3. প্রাকৃতিক আইন এবং নৈতিকতা: লক একটি প্রাকৃতিক আইনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন - যুক্তি থেকে উদ্ভূত এবং সমস্ত মানুষের জন্য প্রযোজ্য নৈতিক নীতিগুলির একটি সেট। যদিও লক স্পষ্টভাবে ধর্মীয় মতবাদের উপর এই প্রাকৃতিক আইনের ভিত্তি করেননি, তিনি স্বীকার করেছেন যে এটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। লকের মতে, প্রাকৃতিক আইন নৈতিক আচরণের ভিত্তি তৈরি করে এবং অন্যদের সাথে তাদের মিথস্ক্রিয়ায় ব্যক্তিদের জন্য একটি নির্দেশিকা।

4. ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির অধিকার: ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে লকের ধারণাগুলি সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে তার ধারণার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে ব্যক্তিদের তাদের বিবেক এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রাকৃতিক অধিকার রয়েছে, যেমন তাদের সম্পত্তির অধিকার রয়েছে। সরকারদের, তাই ব্যক্তিদের ধর্মীয় অনুশীলনে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয় এবং ব্যক্তিদের তাদের নিজস্ব বিশ্বাস অনুসারে উপাসনা করার অধিকার রয়েছে।

5. ধর্মীয় স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা: ধর্মীয় সহনশীলতার পক্ষে কথা বলার সময়, লক ধর্মীয় স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতাও স্বীকার করেছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে শান্তি রক্ষা এবং সম্পত্তির অধিকার সুরক্ষার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ ধর্মীয় অনুশীলনগুলি বৈধভাবে সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, তিনি ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন যা সমাজের জন্য ক্ষতিকারক কর্মের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

ধর্ম এবং নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে লকের ধারণাগুলি আলোকিত চিন্তাধারার বিকাশে প্রভাবশালী ছিল এবং ধর্মীয় সহনশীলতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং গির্জা ও রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতার নীতিগুলির উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। যুক্তি, প্রাকৃতিক আইন এবং ব্যক্তি অধিকারের সুরক্ষার উপর তার জোর দেওয়া উদার গণতান্ত্রিক সমাজে ধর্ম, নৈতিকতা এবং সরকারের মধ্যে সম্পর্কের উপর পরবর্তী আলোচনার ভিত্তি তৈরি করে।
জন লক তার বেশ কয়েকটি রচনায় ধর্ম এবং নীতিশাস্ত্রের ভূমিকা সম্বোধন করেছেন, বিশেষত তার "লেটার কনসার্নিং টলারেশন" এবং "টু ট্রিটিজ অফ গভর্নমেন্ট"-এ। এখানে ধর্ম এবং নীতিশাস্ত্রের ভূমিকা সম্পর্কে লকের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত কিছু মূল বিষয় রয়েছে:

1. ধর্মীয় সহনশীলতা: লক তার "সহনশীলতা সম্পর্কিত চিঠিতে" ধর্মীয় সহনশীলতার গুরুত্বের পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ধর্মীয় বিশ্বাস এবং অনুশীলনগুলি ব্যক্তিগত বিবেকের বিষয় এবং রাষ্ট্র দ্বারা জোর করা উচিত নয়। লকের ধর্মীয় সহনশীলতার প্রতিরক্ষার ভিত্তি ছিল রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সীমা এবং বৈচিত্র্যময় সমাজে ধর্মীয় বহুত্ববাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তার বোঝার ভিত্তিতে।
2. চার্চ এবং রাষ্ট্রের বিচ্ছেদ: লক চার্চ এবং রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের পক্ষে ছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে বেসামরিক সরকারের কর্তৃত্ব নাগরিক উদ্বেগের বিষয়গুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ, যেমন প্রাকৃতিক অধিকার রক্ষা এবং জনশৃঙ্খলা বজায় রাখা। লকের মতে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে আলাদা করা উচিত যাতে ধর্মীয় জবরদস্তি এড়ানো যায় এবং সমাজের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাসের বৈচিত্র্যের অনুমতি দেওয়া যায়।

3. প্রাকৃতিক আইন এবং নৈতিকতা: লক একটি প্রাকৃতিক আইনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন - যুক্তি থেকে উদ্ভূত এবং সমস্ত মানুষের জন্য প্রযোজ্য নৈতিক নীতিগুলির একটি সেট। যদিও লক স্পষ্টভাবে ধর্মীয় মতবাদের উপর এই প্রাকৃতিক আইনের ভিত্তি করেননি, তিনি স্বীকার করেছেন যে এটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। লকের মতে, প্রাকৃতিক আইন নৈতিক আচরণের ভিত্তি তৈরি করে এবং অন্যদের সাথে তাদের মিথস্ক্রিয়ায় ব্যক্তিদের জন্য একটি নির্দেশিকা।

4. ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির অধিকার: ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে লকের ধারণাগুলি সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে তার ধারণার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে ব্যক্তিদের তাদের বিবেক এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রাকৃতিক অধিকার রয়েছে, যেমন তাদের সম্পত্তির অধিকার রয়েছে। সরকারদের, তাই ব্যক্তিদের ধর্মীয় অনুশীলনে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয় এবং ব্যক্তিদের তাদের নিজস্ব বিশ্বাস অনুসারে উপাসনা করার অধিকার রয়েছে।

5. ধর্মীয় স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা: ধর্মীয় সহনশীলতার পক্ষে কথা বলার সময়, লক ধর্মীয় স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতাও স্বীকার করেছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে শান্তি রক্ষা এবং সম্পত্তির অধিকার সুরক্ষার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ ধর্মীয় অনুশীলনগুলি বৈধভাবে সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, তিনি ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন যা সমাজের জন্য ক্ষতিকারক কর্মের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

ধর্ম এবং নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে লকের ধারণাগুলি আলোকিত চিন্তাধারার বিকাশে প্রভাবশালী ছিল এবং ধর্মীয় সহনশীলতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং গির্জা ও রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতার নীতিগুলির উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। যুক্তি, প্রাকৃতিক আইন এবং ব্যক্তি অধিকারের সুরক্ষার উপর তার জোর দেওয়া উদার গণতান্ত্রিক সমাজে ধর্ম, নৈতিকতা এবং সরকারের মধ্যে সম্পর্কের উপর পরবর্তী আলোচনার ভিত্তি তৈরি করে।

সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব সম্পর্কে জন লকের মতামত

সার্বভৌমত্বের তত্ত্বের উপর জন লকের দৃষ্টিভঙ্গি প্রাথমিকভাবে তার রচনা "সরকারের দুটি চুক্তি" এ প্রকাশ করা হয়েছে। তার সমসাময়িক কিছু লোকের বিপরীতে, যেমন টমাস হবস, যিনি রাজার হাতে একটি নিরঙ্কুশ এবং অবিভক্ত সার্বভৌমত্ব স্থাপন করেছিলেন, লকের রাজনৈতিক দর্শন সার্বভৌমত্বের প্রতি আরও সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। এখানে লকের সার্বভৌমত্বের তত্ত্বের মূল দিকগুলি রয়েছে:

1. জনপ্রিয় সার্বভৌমত্ব: লকের সার্বভৌমত্বের তত্ত্বটি জনপ্রিয় সার্বভৌমত্বের ধারণার মধ্যে নিহিত, যার অর্থ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব শেষ পর্যন্ত জনগণের উপর নির্ভর করে। প্রকৃতির রাজ্যে, ব্যক্তিরা স্বাধীন এবং সমান, এবং তারা একটি নাগরিক সমাজ গঠনের জন্য একটি সামাজিক চুক্তিতে প্রবেশ করে। সরকার শাসিতদের সম্মতি থেকে তার কর্তৃত্ব লাভ করে।

2. সীমিত সরকার: লক নির্দিষ্ট ফাংশন এবং ক্ষমতা সহ একটি সীমিত সরকারের পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন। সরকারের প্রাথমিক উদ্দেশ্য, তার মতে, ব্যক্তি-জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির প্রাকৃতিক অধিকার রক্ষা করা। সার্বভৌমত্ব, তাই, নিরঙ্কুশ নয় কিন্তু সমাজ গঠনকারী ব্যক্তিদের স্বাভাবিক অধিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ।

3. আইনসভার আধিপত্য: সরকারের মধ্যে, লক আইনসভা শাখার আধিপত্যের উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা প্রধান এবং সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব হওয়া উচিত, কারণ এটি জনগণের ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করে। আইন প্রণয়নকারী সংস্থা প্রাকৃতিক আইনের নীতি অনুসারে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের জন্য দায়ী।

4. ক্ষমতার পৃথকীকরণ: যদিও লক "ক্ষমতার বিচ্ছেদ" শব্দটি স্পষ্টভাবে ব্যবহার করেননি, তার ধারণাগুলি পরবর্তী চিন্তাবিদদের প্রভাবিত করেছিল যারা এই ধারণাটি বিকাশ করেছিল। তিনি আইন প্রণয়ন, নির্বাহী এবং ফেডারেটিভ কার্যাবলীর জন্য দায়ী স্বতন্ত্র শাখাগুলির সাথে সরকারের মধ্যে ক্ষমতার পৃথকীকরণের পক্ষে কথা বলেন। এই বিভক্তির লক্ষ্য ছিল একক কর্তৃত্বের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়া, অত্যাচারের ঝুঁকি হ্রাস করা।

5. প্রতিরোধের অধিকার: লক এই ধারণাটি প্রবর্তন করেছিলেন যে ব্যক্তিরা অবৈধ এবং অত্যাচারী সরকারকে প্রতিরোধ করার অধিকার বজায় রাখে। যদি কোনো সরকার তার কর্তৃত্ব লঙ্ঘন করে, জনগণের স্বাভাবিক অধিকার লঙ্ঘন করে বা অত্যাচারী হয়, তাহলে জনগণের প্রতিরোধ করার এবং প্রয়োজনে সেই সরকারকে প্রতিস্থাপন করার অধিকার রয়েছে। এই ধারণাটি বিপ্লবের অধিকার নিয়ে পরবর্তী আলোচনার ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

সংক্ষেপে, লকের সার্বভৌমত্বের তত্ত্বটি জনপ্রিয় সার্বভৌমত্ব, সীমিত সরকার, আইন প্রণেতা আধিপত্য এবং প্রতিরোধের অধিকারের প্রতি অঙ্গীকার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। তাঁর ধারনাগুলি আধুনিক গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা এবং সাংবিধানিক নীতিগুলির বিকাশকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে, উদার রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তি তৈরি করে এবং গণতান্ত্রিক শাসন গঠনে অবদান রাখে।

জন লকের সামাজিক চুক্তির তত্ত্ব

জন লকের সামাজিক চুক্তির তত্ত্ব হল তার রাজনৈতিক দর্শনের একটি মূল উপাদান, বিশেষ করে তার রচনা "টু ট্রিটিসিস অফ গভর্নমেন্ট" এ বর্ণিত। লক রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বৈধতা এবং নাগরিক সমাজ গঠনের ব্যাখ্যা দিতে সামাজিক চুক্তির ধারণা ব্যবহার করেছিলেন। এখানে সামাজিক চুক্তির লকের তত্ত্বের মূল বিষয়গুলি রয়েছে:

1. প্রকৃতির অবস্থা: লক একটি অনুমানমূলক "প্রকৃতির অবস্থা" অনুমান করে শুরু হয় যেখানে ব্যক্তিরা রাজনৈতিক বা সামাজিক কাঠামো ছাড়াই বিদ্যমান। এই রাজ্যে, ব্যক্তিদের জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির অধিকার সহ প্রাকৃতিক অধিকার রয়েছে। যাইহোক, এই অধিকারগুলি কার্যকর করার জন্য একটি সাধারণ কর্তৃপক্ষের অভাব দ্বন্দ্ব এবং নিরাপত্তাহীনতার কারণ হতে পারে।

2. সামাজিক চুক্তি: লকের মতে, প্রকৃতির রাজ্যে ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় একত্রিত হয়ে একটি সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে একটি নাগরিক সমাজ গঠন করে। এই চুক্তিটি ব্যক্তিদের মধ্যে একটি রাজনৈতিক কর্তৃত্ব তৈরি করার জন্য একটি চুক্তি, সাধারণত একটি সরকার আকারে, তাদের প্রাকৃতিক অধিকার সুরক্ষিত করতে এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখতে।

3. শাসিতদের সম্মতি: সরকারের বৈধতা শাসিতদের সম্মতির উপর ভিত্তি করে। ব্যক্তিরা, সামাজিক চুক্তিতে প্রবেশ করে, একটি রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত হওয়ার জন্য তাদের সম্মতি দেয়। এই সম্মতি স্পষ্ট বা অন্তর্নিহিত হতে পারে এবং এটি বোঝায় যে সরকারের কর্তৃত্ব জনগণের ইচ্ছা থেকে উদ্ভূত।

4. সরকারের উদ্দেশ্য: সরকারের প্রাথমিক উদ্দেশ্য, লকের মতে, ব্যক্তি-জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির প্রাকৃতিক অধিকার রক্ষা ও সংরক্ষণ করা। নিরন্তর সংঘাতের ভয় ছাড়াই সমাজে একত্রে বসবাসের জন্য ব্যক্তিদের জন্য একটি স্থিতিশীল এবং ন্যায়সঙ্গত কাঠামো প্রদানের জন্য সরকার বিদ্যমান।

5. সীমিত সরকার: লক জোর দিয়েছিলেন যে সরকারের ক্ষমতা সামাজিক চুক্তির শর্তাবলী দ্বারা সীমিত। সরকারগুলি তখনই বৈধ, যতক্ষণ না তারা প্রাকৃতিক অধিকার রক্ষার জন্য তাদের দায়িত্ব পালন করে এবং চুক্তির সীমার মধ্যে কাজ করে। যদি কোনো সরকার তার কর্তৃত্ব অতিক্রম করে বা তার নাগরিকদের অধিকার লঙ্ঘন করে, তাহলে তার বৈধতা হারানোর ঝুঁকি থাকে।

6. বিপ্লবের অধিকার: লক সামাজিক চুক্তির প্রতিফলন হিসাবে বিপ্লবের অধিকারের ধারণাটি প্রবর্তন করেছিলেন। যদি কোনো সরকার জনগণের স্বাভাবিক অধিকার রক্ষা

করতে ব্যর্থ হয় বা অত্যাচারী হয়ে ওঠে, তবে ব্যক্তিদের সেই সরকারকে প্রতিরোধ করার এবং উৎখাত করার অধিকার রয়েছে। এই অধিকারটিকে একটি শেষ অবলম্বন হিসাবে দেখা হয়, যখন অভিযোগের সমাধানের সমস্ত শান্তিপূর্ণ উপায় শেষ হয়ে যায় তখন ব্যবহার করা হবে।

লকের সামাজিক চুক্তির তত্ত্ব পরবর্তী রাজনৈতিক চিন্তাধারার উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল, যা জিন-জ্যাক রুসো এবং আমেরিকান সংবিধান প্রণেতাদের মত চিন্তাবিদদের প্রভাবিত করেছিল। সম্মতি, সীমিত সরকার এবং বিপ্লবের অধিকারের উপর তার জোর আধুনিক উদার গণতন্ত্রের নীতিগুলি গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

সামাজিক চুক্তির জন লকের তত্ত্বের মূল্যায়ন

জন লকের সামাজিক চুক্তির তত্ত্বটি অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশে একটি মৌলিক উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। এখানে লকের তত্ত্বের মূল দিকগুলির একটি মূল্যায়ন রয়েছে:

শক্তি:

1. প্রাকৃতিক অধিকারের সুরক্ষা: লকের সামাজিক চুক্তির তত্ত্বটি প্রাকৃতিক অধিকার-জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তি রক্ষার উপর জোর দেয়। এটি এই ধারণার সাথে অনুরণিত হয় যে ব্যক্তিদের অন্তর্নিহিত অধিকার রয়েছে যা একটি বৈধ সরকারের দ্বারা সুরক্ষিত হওয়া উচিত।

2. শাসিতদের সম্মতি: রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ভিত্তি হিসাবে শাসিতদের সম্মতির উপর লকের জেদ গণতান্ত্রিক নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সামাজিক চুক্তি গঠনে ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে এই ধারণাটি স্ব-শাসনের গণতান্ত্রিক ধারণাকে শক্তিশালী করে।

3. সীমিত সরকার: লকের তত্ত্ব সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী সহ একটি সীমিত সরকারের পক্ষে সমর্থন করে, এই ধারণাটিকে আরও এগিয়ে দেয় যে ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে সীমাবদ্ধ করা উচিত। এই ধারণাটি সাংবিধানিক শাসনের বিকাশ এবং ক্ষমতা পৃথকীকরণের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছে।

4. বিপ্লবের অধিকার: বিপ্লবের অধিকার অন্তর্ভুক্ত করা লকের তত্ত্বের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এটি সামাজিক চুক্তির শর্তাবলী লঙ্ঘন করে এমন সরকারকে প্রতিরোধ ও উৎখাত করার জন্য ব্যক্তিদের জন্য একটি ব্যবস্থা প্রদান করে, শাসনে জবাবদিহিতা এবং প্রতিক্রিয়াশীলতার ধারণাকে প্রচার করে।

সমালোচনা:

1. প্রকৃতির রাজ্যে অস্পষ্টতা: সমালোচকরা যুক্তি দেন যে লকের তত্ত্বে প্রকৃতির অবস্থা কিছুটা বিমূর্ত এবং অস্পষ্ট। প্রকৃতির অবস্থার জন্য একটি কংক্রিট ঐতিহাসিক

বা অভিজ্ঞতামূলক ভিত্তির অভাব কিছু লোককে লকের চিন্তা পরীক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োগযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

2. একটি মৌলিক অধিকার হিসাবে সম্পত্তি: একটি মৌলিক প্রাকৃতিক অধিকার হিসাবে সম্পত্তির অন্তর্ভুক্তি লকের ধনী এবং সম্পত্তি-মালিকানাধীন শ্রেণীর পক্ষে তার সম্ভাবনার জন্য সমালোচিত হয়েছে। সমালোচকরা যুক্তি দেন যে এই জোর দেওয়া উল্লেখযোগ্য সম্পত্তিহীন ব্যক্তিদের স্বার্থকে ক্ষুন্ন করতে পারে।

3. নৈতিক ভিত্তি: কিছু সমালোচক দাবি করেন যে লকের সামাজিক চুক্তি তত্ত্বের ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে স্বাধীন একটি শক্তিশালী নৈতিক ভিত্তির অভাব রয়েছে। যদিও লক তার তত্ত্বের জন্য একটি ধর্মনিরপেক্ষ ভিত্তি স্থাপনের লক্ষ্য রেখেছিলেন, প্রাকৃতিক আইন এবং যুক্তির উপর নির্ভরতাকে অস্পষ্ট এবং বিষয়গত হিসাবে দেখা যেতে পারে।

4. সীমিত অন্তর্ভুক্তি: লকের তত্ত্বটি প্রায়শই এর অন্তর্ভুক্তিতে সীমিত হিসাবে দেখা হত, বিশেষ করে লিঙ্গ এবং জাতি সম্পর্কিত। লকের সময়ে, সমস্ত ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তার ধারণাগুলি অগত্যা প্রসারিত করা হয়নি এবং তিনি যে অধিকারগুলির উপর জোর দিয়েছিলেন তা প্রায়শই বেছে বেছে প্রয়োগ করা হয়েছিল।

5. নৈরাজ্যের সম্ভাবনা: কিছু সমালোচক যুক্তি দেন যে বিপ্লবের অধিকারের ধারণাটি সম্ভাব্যভাবে নৈরাজ্য বা অস্থিরতার দিকে নিয়ে যেতে পারে যদি ব্যক্তিরা ঘন ঘন সামাজিক চুক্তির বিষয়গত ব্যাখ্যার ভিত্তিতে সরকারকে উৎখাত করে।

উপসংহারে, যদিও লকের সামাজিক চুক্তির তত্ত্ব প্রাকৃতিক অধিকার, সীমিত সরকার এবং গণতান্ত্রিক নীতির সুরক্ষার প্রচারে তার শক্তি রয়েছে, এটি তার সমালোচনা ছাড়া নয়। প্রকৃতির রাষ্ট্রের বিমূর্ত প্রকৃতি, সম্পত্তির অধিকারের ধারণায় শ্রেণীগত পক্ষপাতের সম্ভাব্যতা এবং প্রাকৃতিক আইনের নৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে প্রশ্ন হল এমন ক্ষেত্র যা পণ্ডিত এবং দার্শনিকরা সময়ের সাথে সাথে অন্বেষণ করেছেন এবং বিতর্ক করেছেন। সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও, লকের তত্ত্ব আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।